যায়যায়দিন

তারিখ ... 12 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

# ৬ বছর পর ঢাবি হল শাখার কমিটি হতে যাচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

ছয় বছর পর ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হল শাখার কমিটি হতে যাচ্ছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে কমিটি ঘোষণা করা হতে পারে বলে সংগঠন সূত্রে জানা গেছে। কমিটির শীর্ষ পদে স্থান পেতে পদপ্রত্যাশী নেতাকর্মীরা এরই মধ্যে লবিং-গ্রুপিং শুরু করে দিয়েছেন। চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন হল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনার মুক্তির প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করছেন নেতারা।

সর্বশেষ ২০০২ সালে এক বছরের জন্য ছাত্রলীগের হল শাখার কমিটি গঠন করা হয়েছিল। একই বছর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিও গঠন করা হয়। চার বছর পর ২০০৬ সালে সম্মেলনের মাধ্যমে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন করা হয় ২০০৬ সালের ৮ অক্টোবর। এতো বছর ধরে ঝুলে ছিল হল কমিটি। দীর্ঘ ছয় বছর কমিটি না হওয়ায় নেতাকর্মীদের মধ্যেও জমতে থাকে হতাশা ও ক্ষোভ। অবশেষে হল কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন নেতাকর্মীরা। তবে নেতাকর্মীরা বলছেন, আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে উঠে যোগ্যতার বিচারে কমিটি গঠিত হলে দলের চাঙ্গাভাবসহ শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মতে, দলকে সাংগঠনিকভাবে জোরালো করতেই এ সময় হল পর্যায়ের কমিটি দেয়া হচ্ছে। দলকে শক্তিশালী রাখতে হলে বিশেষ অঞ্চলের প্রতি বরাবর সুনজরের ঘটনা ত্যাগ করতে হবে, অন্যথায় দলের ভেতরে জমে থাকা ক্ষোভ ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তারা যোগ্যতা ও কাজের মূল্যায়নের প্রতি জোর দিয়ে কমিটি গঠনের কথা বলছেন। একই সঙ্গে দলে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রশিবিরের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার প্রতি জোর দিয়েছেন তারা। শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে সামসুল কবির

## চলছে গ্রুপিং লবিং

রাহাত, নিয়াজ উদ্দিন মাহমুদ সুমন, আশরাফ আলী ও ওমর শরীফের নাম শোনা যাচ্ছে। স্যার সলিমুল্লাহ হলে সৈকত, তারেক, সুমন ও তৈয়ব, এ এফ রহমান হলে ফারুক, রিজভী, রুবেল ও মেহেদী, জগন্নাথ হলে উত্তম, পঙ্কজ, মিল্টন ও রনি শীর্ষ পদে আসতে পারেন। হাজী মুহম্মদ মুহসিন হলে রাশেদ, মহিউদ্দিন, সোহাগ ও খোরশেদ, মাস্টার দা সূর্যসেন হলে সাঈদ, মোস্তাক, তুহিন ও আশিক, জিয়া হলে জিকু, মারুফ ও ইউসুফ, বঙ্গবন্ধু হলে শাহীন, বাবু, সোহেল ও সাঈদ, কবি জসীমউদ্দীন হলে সালাউদ্দিন, জীবন, সোহাগ ও সুমন, শহীদুল্লাহ হলে মুন্না, পাপিব ও হেদায়েত-এদের মধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হতে পারেন বলে সংগঠন সূত্রে জানা গেছে।

এদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু হলের শীর্ষ পদ প্রার্থী সাঈদ সাংবাদিক নির্যাতনকারী। সম্প্রতি ডেইলি স্টারের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার রাকিব আহমেদ ও আমাদের সময়ের স্টাফ রিপোর্টার বাবুকে হলের ভেতরে প্রকাশ্যে বেধড়ক মারধর করে সাঈদ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। এ ঘটনায় সংগঠনের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ দেয়া হয়নি। একই হলের সোহেল অতীতে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ছাত্রদলের হল কমিটি গঠনের সময় তিনি সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী ছিলেন। ওয়ান ইলেভেনের পর ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন তিনি।

জহুরুল হক হলের শীর্ষ পদপ্রার্থী আশরাফ আলী ও মুহসিন হলের সোহাগ ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ উঠেছে। ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় এক শীর্ষ নেতা আশরাফের আত্মীয় বলে জানা গেছে।

এদিকে জসীমউদ্দীন হলের সালাউদ্দিন বিবাহিত বলে ক্যাম্পাসজুড়ে গুঞ্জন উঠেছে। এছাড়া তিনি রাজনীতিতে নিয়মিত নন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পর্যায়ের এক নেতার আস্থাভাজন হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসতে পারেন বলে হল সূত্রে জানা যায়। একই হলের সুমন অতীতে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানা গেছে।